দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ ..0 6. MAY..1997 ... ..
পৃষ্ঠা ...১ কলাম ..৪......

ছাত্র সংগঠনের অনেক নেতাই ছাত্র নহেন

আনোয়ার আলদীন ।। দেশের সক্রিয় ছাত্র সংগঠনগুলির অধিকাংশ কেন্দ্রীয় নেতাই এখন আর ছাত্র নহেন। ছাত্র না হইয়াও তাহারা 'ছাত্রনেতা'। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র-ছাত্রী সংসদের (ডাকসু) ২০ জন কর্মকর্তার মধ্যে বর্তমানে ২ জন ছাড়া সকলের ছাত্র জীবন শেষ হইয়াছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের ১৪টি আবাসিক হলের ছাত্র সংসদের কর্মকর্তাদের অবস্থাও অনুরূপ। গত

(২য় পৃঃ ৬-এর কঃ দ্রঃ)

ছাত্র সংগঠনের

(১ম পৃঃ পর)

৭ বছর ডাকসু নির্বাচন না হওয়ার কারণে এবং নির্ধারিত সময়ে ছাত্র সংগঠনগুলির নূতন কমিটি ঘোষিত না হওয়ায় অছাত্ররাই ছাত্রদের নেতা হইয়া বসিয়া আছেন। দেশের বৃহৎ দুই ছাত্র সংগঠন ছাত্রলীগ (শা-পা) ও ছাত্রদলে ২০জন শীর্ষ নেতার মধ্যে অন্ততঃ ১৪জন ছাত্রনেতার ছাত্রত্ব নাই। তাহারা বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হইতে সর্বোচ্চ ডিগ্রী গ্রহণ শেষে ছাত্র রাজনীতিতে কেন্দ্রীয় নেতা হইয়াছেন। কেহ কেহ নেতা হওয়ার পর ছাত্রত্ব ত্যাগ করিয়াছেন। আর যে সকল কেন্দ্রীয় বা বিশ্ববিদ্যালয় শাখার ছাত্রনেতার ছাত্রত্ব এখনও রহিয়াছে তাহারা ডাকসু নির্বাচনে অংশ নিবেন এই আশায় উহা টিকাইয়া রাখিয়াছেন। বছরের পর বছর 'ইয়ার লস' দিয়া চলিয়াছেন। ছাত্রলীগের (মন্টু) নেতা মাসুম আহমদ ছাত্রত্ব রক্ষার জন্য কমপক্ষে ৯ বার পুনঃভর্তির সুযোগ গ্রহণ করিয়াছেন। ইতিমধ্যেই তাহার বিবাহ হইয়াছে এবং তিনি সন্তানের পিতা হইয়াছেন। অবয়বে বয়সের ছাপও পড়িয়াছে। অবশ্য সম্প্রতি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ সিদ্ধান্ত নিয়াছেন যে, এখন হইতে কাহাকেও ৩ বারের বেশী পুনঃভর্তির সুযোগ দেওয়া হইবে না। ইহার ফলে প্রায় সকল ছাত্রনেতার ছাত্রত্ব 'যায় যায়' অবস্থার মুখোমুখি হইয়াছে।

খোঁজ নিয়া জানা গিয়াছে, ছাত্রলীগের কেন্দ্রীয় নেতাদের মধ্যে সভাপতি এনামুল হক শামীমের ছাত্রত্ব নাই। তিনি সভাপতি হওয়ার পূর্বে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র থাকাকালীন 'জাকসু' ভিপি নির্বাচিত হইয়াছিলেন। পরে পর্যায়ক্রমে তিনি ছাত্রলীগের কেন্দ্রীয় সিনিয়র সভাপতি ও সভাপতি মনোনীত হন। ছাত্রলীগের কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক ইসহাক আলী খান পান্না ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের লাইব্রেরী সায়েন্স বিভাগের মাষ্টার্স শেষ বর্ষের ছাত্রত্ব রক্ষা করিয়া চলিয়াছেন। তিনি এই বিভাগের প্রিলিমিনারী শ্রেণীতে ভর্তি হন। অপর নেতাদের অনেকেরই ছাত্রত্ব নাই।

ছাত্রদলের কেন্দ্রীয় সভাপতি শহীদ উদ্দিন চৌধুরী এ্যানি ও সাধারণ সম্পাদক হাবিবুন নবী সোহেলের ছাত্রত্ব প্রায় শেষ সীমায়। এ্যানি আই-ই-আর-এর শেষ পর্যায়ের ছাত্র। অপর নেতাদের মধ্যে অধিকাংশের ছাত্রত্ব নাই।

ছাত্র ইউনিয়নের কেন্দ্রীয় সভাপতি আসলাম খানের ছাত্রত্ব নাই। সাধারণ সম্পাদক হাসান হাফিজুর রহমান সোহেলেরও ছাত্রজীবন শেষ। তবে ইউনিয়নের সহসভাপতি মাহবুবুল হক রিপনের ছাত্রত্ব এখনও রহিয়াছে। ইতিহাসে মাষ্টার্স পরীক্ষা শেষে এখন তিনি ফলপ্রার্থী। সাংগঠনিক সম্পাদক মঞ্জুরে খোদা টরিকের ছাত্রত্ব নাই। ছাত্রলীগের (কা-চু) সভাপতি আবদুল্লাহিল কাইয়ুম ও সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুর রহমান চুন্নু ছাত্রজীবন শেষ করিয়াছেন অনেক পূর্বেই। কাইয়ুম ছিলেন রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র। এই সংগঠনের অপরাপর অনেকের ছাত্রত্ব নাই। ছাত্রমৈত্রীর সভাপতি জিয়াউল হক জিয়া ও সাধারণ সম্পাদক দীপংকর সাহা দীপুর ছাত্রত্ব নাই বলিয়া জানা গিয়াছে। এই সংগঠনে অছাত্র নেতার সংখ্যা সর্বাধিক বলিয়া একটি সূত্র জানায়। সমাজতান্ত্রিক ছাত্র ফ্রন্টের সভাপতি নুরুল ইসলাম কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় হইতে শিক্ষার পাঠ চুকাইয়া সংগঠনের সভাপতি হইয়াছেন। ছাত্র সমাজেরও অনেক নেতার ছাত্রত্ব নাই।

নিয়মিত ডাকসু নির্বাচন না হওয়ার কারণে ছাত্র সংগঠনে ছাত্রত্ব রহিয়াছে এমন ছাত্রনেতার মেধার বিকাশ ঘটিতেছে না। ছাত্র সংগঠনে মেধাবী ছাত্ররাও প্রাধান্য পাইতেছে না। ছাত্র রাজনীতিতে ভাটা পড়িয়াছে। সুস্থ ছাত্র রাজনীতি ক্রমাগত ম্রিয়মাণ হইয়া পড়িতেছে।